38079 - রোযা ভঙ্গ করা ও সালাত ক্বসর (সংক্ষপ্তি) করা বধৈকারী সফররে সর্বনম্নি সীমা কতটুকু?

প্রশ্ন

রোযা না-রাখাকে বধৈকারী সফররে সর্বনম্নি সীমা কতটুকু?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

অধকিাংশ আলমে এই মত দয়িছেনে যে ৪৮ মাইল দূরত্বে সফর করলে সালাত সংক্ষপ্তি করা ও রোযা ভঙ্গ করা বধৈ।

ইবনে ক্বুদামা 'আল-মুগনী' গ্রন্থে বলছেনে:

"আবু আব্দুল্লাহ (অর্থাৎ ইমাম আহমাদ) এর মত হল ১৬ ফারসাখ এর কম দূরত্বে ক্বসর (সালাত সংক্ষপ্তি করা) জায়যেনয়। এক ফারসাখ হল তনি মাইল। সুতরাং ১৬ ফারসাখ দূরত্ব হল ৪৮ মাইল। ইবনে আব্বাস এই দূরত্ব নর্িধারণ করছেনে। তনিি বলছেনে: এই দূরত্ব উসফান থকেে মক্কা পর্যন্ত, তায়ফে থকেে মক্কা পর্যন্ত, জদ্দো থকেে মক্কা পর্যন্ত।

এর উপর ভত্তিি করে বলা যায়, ক্বসর (সালাত সংক্ষপ্তি করা) বধৈকারীদূরত্ব হল সইে গন্তব্যরে উদ্দশ্যেদুইে দনিরে ভ্রমণ। এটি হল ইবনঅোব্বাস ও ইবনে উমর এর মত। এই মতটি গ্রহণ করছেনে ইমাম মালকে, আল-লাইস ও শাফয়েী (রহঃ) প্রমুখ।"সমাপ্ত

কলিোমটিাররে হসিাবে এই দূরত্ব হবে প্রায় ৮০ কলিোমটিার।

শাইখ বনি বায মাজমূ উল-ফাতাওয়া' গ্রন্থে (১২/২৬৭) এ সফররে দূরত্ব সম্পর্কে বলনে: "অধকিাংশ আলমে যে মতরে উপর রয়ছেনে তা হচ্ছ- যারা গাড়তিে, প্লনেে, জাহাজে, স্টমিারে ভ্রমণ করে তাদরে ক্ষত্রেে এই দূরত্ব প্রায় ৮০ কলিোমটিার ধরে হসিাব করা।এই দূরত্ব বা তার কাছাকাছি দূরত্বে ভ্রমণকে (শরয়িতরে দৃষ্টতিে) সফর বলা হবে এবং মুসলমিদরে মাঝে প্রচলতি প্রথা অনুসারওে তা সফর হসিবেে ববিচেতি। অতএব কউে যদি উটে করে অথবা পায়ে হঁটেে অথবা গাড়তিে অথবা প্লনেে অথবা সামুদ্রকি যানে করে এই দূরত্ব বা তার বশেি অতক্রিম করে তবে সে মুসাফরি হসিবেে গণ্য হব।" সমাপ্ত

গবষেণা ও ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিি কে প্রশ্ন করা হয় (৮/৯০):ক্বসর (সালাত সংক্ষপ্তি করা) বধৈকারী দূরত্ব

সম্পর্কে এবং ভাড়ায়চালতি গাড়চিালক৩০০ কলিমোটিাররে বশেি পথ অতক্রিম করলে সে কি সালাত ক্বসর (সালাত সংক্ষপ্তি) করব?

তাঁরা উত্তরে বলনে:

“অধকিাংশ ‘আলমেরে রায় অনুসারক্বেসর (সালাত সংক্ষপ্তি করা) বধৈকারীদূরত্বরে পরমিাণ হল প্রায় ৮০ কলিোমটিার। তাই ভাড়ায়চালতি গাড়চিালক অথবা অন্যদরে জন্য এক্ষত্রেে সালাত সংক্ষপ্তি করা জায়যে। যদি সে এ উত্তররে প্রথমে উল্লখেতি দূরত্ব বা তার চয়েে বশেি পথ অতক্রিমরে নয়িতে বরে হয়।”সমাপ্ত

অন্যদকিে কছিু ‘আলমে এই মত ব্যক্ত করনে য, সফররে কোন নর্দিষ্টিদূরত্ব নর্িধারণ করা হয়নি। বরং এ ক্ষত্রেে প্রচলতি প্রথার উপরে সদ্ধিান্ত নয়ো হব। প্রচলতি প্রথায় একজন মানুষ যতদূর গমন করলে সফর হসিবে ববিচেনা করা হয় সটোই সফর হসিবে ববিচেতি হব। যার উপর ভত্তিি করে একজন মুসাফরিরে জন্য দুই সালাত একত্রীকরণ,ক্বসর (সালাত সংক্ষপ্তি) করাও রোযা ভঙ্গ করা ইত্যাদি বধিবিধিান প্রযোজ্য হয়।

শাইখুল ইসলাম ‘আল-ফাতাওয়া’ গ্রন্থে (২৪/১০৬) বলছেনে:

“যারা য কোন ধরনরে সফরে ক্বসর (সালাত সংক্ষপ্তি)করা ও রোযা ভঙ্গ করাকে শরয়িতসম্মত মত দয়িছেনে, বশিষে কোন সফররে সাথে নর্িদষ্টি করনেনি- দলীল তাঁদরে পক্ষইে এবংএটাই সঠকি মত।”সমাপ্ত

‘আরকানুল ইসলাম বষিয়ক ফতোয়া’ গ্রন্থে (পৃঃ ৩৮১) শাইখ ইবনে ‘উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়ছেলি: মুসাফরি ব্যক্তি কতটুকুদূরত্বরে ক্ষত্রেে নামায ক্বসর (সংক্ষপ্তি করা) করতে পারবে এবং ক্বসর না করে দুই নামায একত্রতি করা জায়যে কনিা। তনিি উত্তরে বলনে:

“নামায ক্বসর (সংক্ষপ্তি) করার দূরত্বকে কছিু আলমে প্রায় ৮৩ কলিোমটিারে নর্িদষ্টি করছেনে। আবার কছিু আলমে প্রচলতি প্রথার উপর ছড়েে দয়িছেনে। সফররে দূরত্ব ৮০ কলিোমটিার না হলওে মানুষ যদি এটাকে সফর গণ্য করে তাহলে সটো সফর। আর মানুষ যটোকে সফর হসিবে গণ্য করে না সটো ১০০ কলিোমটিার দূরত্বে হলওে সফর নয়।শষেরে এই মতটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িযাহ (রাহমিাহুল্লাহ) বছেে নয়িছেনে। কনেনা আল্লাহ তা‘আলা নামায ক্বসর করা বধৈ হওয়ার জন্য কোন নর্িদষ্টি দূরত্ব নর্িধারণ করনেনি। একইভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও কোন নর্িদষ্টি দূরত্ব নর্িধারণ করনেনি।আনাস ইবনে মালকি (রাদয়িাল্লাহু আনহু) বলছেনে:

(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رواه مسلم (691

“রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তনি মাইল অথবা তনি ফারসাখ দূরত্বরে পথে বরে হলে সালাত দুই রাকাত

আদায় করতনে(অর্থাৎ সালাত সংক্ষপ্তি করতনে)।"[হাদসিটি মুসলমি বর্ণনা করছেনে (৬৯১)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িাহর এই বক্তব্যটি সঠকিতর।প্রচলতি প্রথায় দ্বমিত দখো গলেে যদি কোন ব্যক্তি নর্দিষ্টি দূরত্বরে মতটি (অর্থাৎ প্রথম মতটি) গ্রহণ করনে- এতে দোষরে কছিু নইে।কারণ এটি অনকে ইমাম ও মুজতাহদি 'আলমেগণরে বক্তব্য। তাই এতে কোন সমস্যা নইে ইনশাআল্লাহ্। আর যদি প্রচলতি প্রথায় স্পষ্ট দকি নর্দিশেনা পাওয়া যায় তবে তা অনুসারে আমল করাই সঠকি।"সমাপ্ত।